স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

**হ্যানিম্যান হল**

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

**হ্যানিম্যান হল,** খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

**বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক**

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 6th Mar. 1963 { ৪১শ সংখ্যা







**জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।**

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

**সহরবাসীর অপূর্ব্ব সুযোগ**

আমাদের উপর আপনার চাউল তৈয়ারীর ভার দিন। আমরা নিজ তত্ত্বাবধানে ধান সেদ্ধ করাইয়া ভাতের চাল, মুড়ির চাল তৈয়ারী করাইয়া দিই। বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন। সৌরীন্দ্রমোহন চৌধুরী, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলা অথবা মিঞাপুরের "দেবেন্দ্র চাউল ও আটা কলে।"

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

## সুখ ও দুঃখ

—•—

ভগবানের রাজ্যে মানুষের ভোগ করবার দুটি জিনিস আছে—সুখ আর দুঃখ। সুখ ভোগ করা প্রায় সকলেরই কাম্য। দুঃখ ভোগ করা কেহই পছন্দ করে না। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি। এক রাজা একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সংসারে সুখী কে আর দুঃখী কে? পণ্ডিত তাঁকে বলেছিলেন—সংসারে ছয়টি যার আছে সেই সুখী। আর ছয়টি দোষ যার আছে সে দুঃখী। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কি কি থাকলে সুখী হয়? পণ্ডিত বল্লেন একটি সংস্কৃত শ্লোক—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা, প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা,
ষড়্‌জীবলোকেষু সুখানি রাজন্।

অর্থ:—(১) যার রোজ রোজ কিছু অর্থ আসে, (২) যার শরীরে কোন রোগ নাই, (৩) যার স্ত্রী প্রীতিগুণসম্পন্না, (৪) মিষ্টভাষিণী, (৫) পুত্র যার বশীভূত, (৬) যার কোনও অর্থকরী বিদ্যা জানা আছে। পণ্ডিত রাজাকে বলিলেন—হে রাজন্ জীবলোকে এই ছয়টিই সুখ।

যে ছয়টি দোষবিশিষ্ট লোক দুঃখভাগী তাদের নাম ক'রে আর একটি শ্লোক বল্‌লেন—

(১) ঈর্ষী (২) ঘৃণী (৩) ত্বসন্তুষ্টঃ
(৪) ক্রোধনো (৫) নিত্যশঙ্কিতঃ।
(৬) পরভাগ্যোপজীবী চ
ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ।

অর্থ:—(১) পরের ভাল দেখলে যার হিংসা হয়, (২) যার ঘৃণা বেশী—যেমন শুচিবায়ুযুক্ত লোক। (৩) যে সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট অর্থাৎ যার মুখখানি দেখলেই বেজার বেজার মনে হয়। (৪) ক্রোধী—সর্ব্বদাই রাগ রাগ ভাবাপন্ন। মা, স্ত্রী, কন্যা যে কেহ খাবার দিয়েছে, যদি ভাতে একটি ধান দেখতে পেলে, থালাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে—ভাতে ধান মিশিয়ে খেতে দিচ্ছ? নিজের খাওয়া হলো না, বাড়ীর অন্যদেরও অশান্তি ক'রে তুললো। (৫) নিত্যশঙ্কিত—হয়তো অত্যধিক লাভের লোভে হাজার, পাঁচ হাজার মণ চাউল কি ধান মজুত ক'রে রেখেছে বে-আইনীভাবে। একজন পুলিশ ঐ পথ দিয়ে গেলেই, বুঝি বা আমাদের মজুত মালের সন্ধান পেয়েছে ভয়ে থাকে রোজ এরাই নিত্যশঙ্কিত। (৬) পরভাগ্যোপজীবী—যার নিজের ঘর বাড়ী নাই, নিজের কোন সঙ্গতি নাই যেমন ভগ্নীপতির বাড়ী থাকে শালা কিংবা শালার আশ্রয়ে থাকে ভগ্নীপতি। এরাই পরভাগ্যোপজীবী। এখানে থাকা হবে না, চেষ্টা দেখো বল্‌লেই দূরীভূত হ'তে হবে। এই ছয়জনই দুঃখভাগী।

---

## জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সমষ্টি-উন্নয়ন অফিসার মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র ইদল্‌ফেতর পর্ব্ব উপলক্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে সাহায্য করিবার জন্য এক আবেদন জানান। আবেদনের ফলে মিঠিপুর, দয়ারামপুর, তেঘরী, গোবিন্দপুর ও শেখালিপুর ইউনিয়নের মুসলিম সম্প্রদায় পাঁচ শতাধিক টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

---

## জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা—১৯৬৩

গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে "জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা" সম্বন্ধে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এই মেলা আরম্ভ হইবে, ইহার স্থিতিকাল এক সপ্তাহ। এই উপলক্ষে একখানি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

---

## জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ।

৪নং ফরম (রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক

৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
জাতি—ভারতীয় নাগরিক
বাসস্থান—চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

৬। এই সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—
স্বত্বাধিকারী—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত,
পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপট্টী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

আমি, শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ৬ই মার্চ্চ, ১৯৬৩ স্বাক্ষর—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, প্রকাশক।

---

## সমাবর্তন উৎসব

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে এক সমাবর্তন উৎসবে ১৯৬২ সালের স্নাতকোত্তর ছাত্র ছাত্রীগণকে সম্মানপত্র প্রদান করা হয়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে জরুরীকালীন অবস্থার জন্য এই বৎসর অনার্স প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের সম্মানপত্র নিজ নিজ কলেজ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যক্ষ ডঃ রামচন্দ্র পাল, অধ্যক্ষ ডঃ ধীরেন্দ্রলাল দাস অধ্যাপক প্রতিভারঞ্জন রায় এবং সভাপতি শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন।

---

## জঙ্গিপুর মহকুমা রেডক্রস
### সোসাইটীর কেরাণী
## শ্রীরাধাকান্ত দাস নিহত

বর্ত্তমানে ইনি ইঁহার ভগ্নীপতি শ্রীরাজেন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়া বাড়ীতে ভগ্নীপতির সন্তানগণের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সস্ত্রীক বাস করিতেন। এই বাড়ীর ঠিক দক্ষিণে শ্রীসন্তোষ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতল বাড়ী অবস্থিত। গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে যখন ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ীতে সকলে আহারাদি করিতেছিল, তখন সন্তোষ বাবুর বাড়ী হইতে ( ছোট শিশু দ্বারা নিক্ষিপ্ত বলিয়া প্রকাশ ) ঢিল পড়ে। এ ঘটনা লইয়া উভয় প্রতিবেশীর মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। সন্তোষ বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রণবেশ ( রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র ) ভৌমিক মহাশয়ের সম্বন্ধী রাধাকান্ত বাবুকে প্রহার করে বলিয়া প্রকাশ। রাধাকান্ত বাবু ইহাতে প্রায় হতচেতনা হইয়া পড়েন। পল্লীর অভিজ্ঞ ডাক্তার বাবুকে ডাকাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তার বাবু হতাশ হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে যাইতে বলেন। হাসপাতালের ডাক্তার বাবু রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া এ্যাম্বুলেন্সে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। পুলিশ আহত ব্যক্তির অবস্থা খারাপ দেখিয়া সন্তোষ বাবু ও তাঁহার পুত্রকে থানায় লইয়া গিয়া জামিনে ছাড়িয়া দেন। বহরমপুর যাইবার পথিমধ্যে রাধাকান্ত বাবু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করায় এ্যাম্বুলেন্সের চালক মৃতদেহ সহ রঘুনাথগঞ্জ ফিরিয়া আসেন। সোমবার শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। পুলিশ তখন জামিনে মুক্ত আসামীদ্বয়কে মহকুমা শাসকের আদালতে হাজির করাইবার জন্য জামিনদারকে নোটীশ করায় তিনি আসামীদের আদালতে হাজির করিয়া দেন। মহকুমা শাসক জামিনযোগ্য অপরাধ নয় বলিয়া আসামীদের হাজতে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

**জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে**
**মুক্তহস্তে দান করুন**

## ভারত-মাতার ভাগ্যহীনতা

—•—

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত-মাতার নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সদাকৎ আশ্রমে নিউমোনিয়া যুক্ত প্লুরিসী রোগে রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট সময় দেশবাসীর নিকট স্বীয় সদ্‌গুণাবলী স্মর্ত্তব্য রাখিয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরিচালিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংবাদপত্রে তাঁহার মত বিরাট পুরুষের চরিত্র বর্ণন করিতে যাওয়া, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ রচনার সময়—

ক সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্।

ভাবার্থ—মহত্তর সূর্য্যবংশই বা কোথা, আমার ক্ষুদ্রতম মতিই বা কোথা? আমার পক্ষে রঘুবংশ বর্ণনা করা যেন ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সমুদ্র পার হওয়ার ইচ্ছা বই আর কিছুই নহে।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ এর ৩০শে জানুয়ারী সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে মহাত্মাজী মহাপ্রয়াণ করিয়া গেলেন, তারপর ভারতের কত আদরের সন্তান মায়ের কোল খালি করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন।

হিন্দীভাষী কবির বাক্য—

"গুরু মিলে লাখে লাখ
চেলা মিলে লাখে এক।"

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাত্মাজীর তেমনি চেলাই ছিলেন। গুরু ও চেলা এক সঙ্গে যখন সারণ জেলা অঞ্চলে ভ্রমণরত, তখন ব্যবহারজীবীদের অনেকেই স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছিলেন। সারণ একাডেমির একটি ছাত্রের রচিত "উকিলোয়া" গান শুনিয়া গুরু ও চেলা উভয়েই ব্যবহারজীবী হইয়া নিজেদের বৃত্তির স্বরূপ কত আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিলেন, গানটির যতটুকু অংশ মনে আছে, তাহা পাঠকগণকে প্রদান করিতেছি। হিন্দুস্থানী ৪।৫ জন একত্রে সমবেত হইয়া পুস্তকখানি বিক্রয়ার্থ সুর করিয়া গান করিতেন।

## উকিলোয়া

হায়! হায়!! হায়!!! কুছ কহনে না যাত বাটে
বড়া পাপ আব্ তো কামাওলে উকিলোয়া।
কাটি কাটি গলা মোরা রূপেয়া কামাওলে
হামানিকে ভিখিয়া মাঙাওলে উকিলোয়া।
হাম্ তো মুরুখ কুছ ভুলচুক কইলি তো,
কাহে নাহি পহেলী বুঝাওলে উকিলোয়া
এক ঝুট রহলো যে হামারা কহলমে
দশ ঝুট ঘরসে বানাওলে উকিলোয়া।
গিট্ পিট্ গিট্ পিট্ যায় কছরিয়ামে,
কা কা হুনা জজকো শুনাওলে উকিলোয়া।
আশা তো লাগে না মনে জিতবো মোকদিমা,
একবারে ধসানা গিরাওলে উকিলোয়া।
ডেরা পর্ আয় কর্ ল-বুক দেখি কর্,
হাইকোর্ট আপীল করাওলে উকিলোয়া।
আপনে হালুয়া ঔর পুড়িয়া উড়ায় কর্,
হামানিকে সাতুয়া চাটাওলে উকিলোয়া।

এই গানটি শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করা দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় ইঁহারা প্রশংসা ও নিন্দার বহু উর্দ্ধে ছিলেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্য তাঁহার স্বজনগণের মতই দেশবাসী সকলে শোক-বিহ্বল হইয়াছেন। পরলোকে গান্ধীজির সান্নিধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছেন। আমরা ইহাই অনুমান করি।


## পুরাতন দ্বিতল বাটী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলায় হাসপাতালের উত্তর দিকে পুরাতন দ্বিতল বাটী ( হোল্ডিং নং ৩২৪ ) বিক্রয় হইবে। রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে অনুসন্ধান করুন।


## চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৬৩

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১৭ স্বত্ব ডিঃ সাজাহান সেখ দিং দেং ভক্তিভূষণ পঞ্চহর দিং দাবি ৩১৫ টাকা ৪৫ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে চাঁদপুর চক্ ২-৮৫ শতক মধ্যে দেন্দারের ৵০ আনা অংশ আঃ ৩০০৲ খং ১২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

**আমলা** কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

**আর্ট ইউনিয়ন**

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।